দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 12 SEP 1993
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সাক্ষরতা সমিতির সেমিনার

শিক্ষা বিস্তারে সর্বসম্মত উদ্যোগ প্রয়োজন

ইত্তেফাক রিপোর্ট ।। গতকাল (শনিবার) জাতীয় প্রেসক্লাবে সাক্ষরতা সমিতি ও সাপ্তাহিক শিক্ষাপত্রের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত "শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশের অনগ্রসরতার কারণ ও তার প্রতিকার" শীর্ষক এক সেমিনারে বক্তারা বলিয়াছেন, একক প্রচেষ্টায় শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভব নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করিতে হইলে গ্রামকে গুরুত্ব দিয়া সরকার ও বিরোধীদলকে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে। সাক্ষরতা সমিতির উপদেষ্টা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর এম, শামসুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংসদে সরকারী দলের উপনেতা প্রফেসর এ, কিউ, এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও বিরোধী দলীয় উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদ। সরকারের সাধারণ শিক্ষা প্রকল্প সমন্বয়কারী সৈয়দ আলমগীর ফারুক চৌধুরী, বাংলাদেশে ইউনিসেফের প্রতিনিধি (ভারপ্রাপ্ত) ডাঃ দিলাওয়ার আলী খান, সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের নির্বাহী পরিচালক খন্দকার শহীদুল ইসলাম, সাক্ষরতা সমিতির সভাপতি এ, এ ফজলে রাব্বি, আবদুর রব চৌধুরী এম,পি প্রমুখ সেমিনারে বক্তৃতা করেন। সেমিনারে 'শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গন : কিছু সন্ত্রস্ত সংলাপ' এবং 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষা' শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বস্ত্র সচিব এ,এইচ মোফাজ্জল করিম ও সাক্ষরতা সমিতির মহাসচিব, সাপ্তাহিক শিক্ষাপত্রের সম্পাদক প্রফেসর মোঃ ওসমান গনি।

প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, শিক্ষাঙ্গনের পরিস্থিতি বেদনাদায়ক। যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভালো লেখাপড়া হয় সেখানে সন্ত্রাস নাই। বুয়েট, মেডিকেল কলেজে

(২য় পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষা বিস্তারে

(শেষ পৃঃ পর)

ভালো লেখাপড়া হয়। এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস সমস্যারি সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তিনি বলেন, অনেকে সন্ত্রাসী তৎপরতায় শুধুমাত্র ছাত্রদেরকেই দায়ী করেন। ইহা সম্পূর্ণ সত্য কথা নয়। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের জন্য কিছু শিক্ষকও দায়ী রহিয়াছেন কিনা এই মুহূর্তে ভাবিয়া দেখা জরুরী। প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, শিক্ষার মান নামিয়া গিয়াছে। কিন্তু কেন নামিয়াছে? ইহার জন্য রাজনীতিবিদ তথা শিক্ষকদেরও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আমরা কে কতটুকু দায়িত্ব পালন করিতেছি? এই উপলব্ধি প্রয়োজন। তিনি বলেন, ১৯৭৩ সালের পূর্বে সকল প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেসরকারী ছিল। হঠাৎ এক রাতের সিদ্ধান্তে ৪৮ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারী করা হইল। ফলশ্রুতিতে ভাঙ্গিয়া গেল স্কুল কমিটি। স্বাধীন হইয়া আমরা দায়িত্বহীন হইয়া পড়িলাম। স্কুল সরকারী হইলেই কেন পরিচালনা কমিটি থাকিবে না? কেন জবাবদিহিতার পরিবেশ থাকিবে না? শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য কম টাকা তো খরচ হয় না, তবুও কেন অগ্রগতি নাই। বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, আমাদের অনগ্রসরতার কারণ, আমরা শিক্ষাকে পরিবারের জন্য লাভজনক করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারি নাই। লাভজনক পরিবর্তনকে সাধারণ মানুষ গ্রহণ করে। কাঠের খড়মের বদলে গ্রামের মানুষ স্পঞ্জের সেণ্ডেলকে গ্রহণ করিয়াছে। সস্তায় শীতের পোশাক পাওয়া যায় বলিয়া বিদেশী পোশাক পরে। বিসিজি টিকা প্রচলনের পূর্বে উদ্যোক্তাদের দুশ্চিন্তা ছিল অশিক্ষিত মানুষ টিকা গ্রহণ করিবে কিনা। উপকারী হওয়ার কারণে ই, পি, আই প্রোগ্রাম ৯০ ভাগ সফল হইতে চলিয়াছে। আমরা কি সেই শিক্ষাকে উৎসাহ দিতে পারি না, নিয়মিত নখ কাটিলে, ছাই দিয়া হাত ধুইলে কৃমি হইবে না। অর্থাৎ শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাইতে হইলে শিক্ষাকে সাধারণ মানুষের জন্য লাভজনক করিয়া তুলিতে হইবে। ইহার জন্য সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

আবদুস সামাদ আজাদ এম, পি বলেন, সরকার দুই হাজার সালের মধ্যে শিক্ষার হারে শতকরা ৬৫ করার উদ্যোগ নিয়াছে। ইহা চমৎকার উদ্যোগ। একক প্রচেষ্টায় ইহার বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে রংপুরে গিয়াছিলাম। চারিদিকে সাজ সাজ রব, লোকজন যেন তামাশা দেখিতে রাস্তায় নামিয়াছে। কিসের জন্য এত তোড়জোড় তাহা সাধারণ মানুষ জানে না। সকাল ৮টা হইতে স্কুলের মেয়েরা ফুল হাতে নিয়া দাঁড়াইয়া আছে। শিক্ষা কর্মকর্তারা ব্যস্ত শিক্ষামন্ত্রী আসিবেন। কাহারও সমালোচনা নয়, দেশের কল্যাণের জন্য বলিতেছি, এইভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন হইবে না। কথা ও কাজের সমন্বয় ঘটাইতে হইবে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের কথা উল্লেখ করিয়া আবদুস সামাদ আজাদ বলেন, 'অস্ত্র ছাড় বই ধর' এই শ্লোগানকে কার্যকর করিতে হইবে। '৫২ সালে রাষ্ট্রভাষার জন্য আন্দোলন করিয়াছি। আমাদের সময়ে ছাত্র রাজনীতিতে অস্ত্রের কোন কারবার ছিল না। আমরা অস্ত্রের কথা ভাবি নাই। এখন কেন বন্দুক যুদ্ধ, সহপাঠীর রগ কাটা? আপনারা এইসব অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে সোচ্চার হউন। রাজনীতিবিদদের ত্রুটি ধরাইয়া দিন। দরকার হইলে তাহাদের বয়কট করুন। তিনি বলেন, স্কুল-কলেজের অবস্থা ভাল নয়। টাকা তো কম খরচ হইতেছে না। তবুও কেন অগ্রগতি নাই। কে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়াছে না দিয়াছে এই ব্যাপারে বিতর্ক থাকিলেও দেশটিতো স্বাধীন। দেশটিকে অগ্রগতির পথে আগাইয়া নেওয়ার জন্য সকলকে এক সঙ্গে কাজ করিতে হইবে। সকলকে সমান সুযোগ দিতে হইবে। আস্থাহীনতার মধ্যেও আস্থা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

সেমিনারে 'শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গন: কিছু সন্ত্রস্ত সংলাপ' শীর্ষক প্রবন্ধে মোফাজ্জল করিম বলেন, দেশে শিক্ষার মান সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়া গিয়াছে। শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতির নামে যাহা চলিতেছে, তাহা শুধু শক্তি প্রদর্শন এবং লেখাপড়া বর্জিত পেশী চর্চারই নামান্তর, জাতির সঠিক উন্নয়ন এবং ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া শিক্ষাকে সর্বক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হইবে। শিক্ষাঙ্গনে বিরাজিত সমস্যাগুলিকে এক নম্বর জাতীয় সমস্যা হিসাবে ঘোষণা দিতে হইবে। এই ব্যাপারে রাজনৈতিক দলসমূহকে ঐকমত্যে উপনীত হইতে হইবে। 'অস্ত্র ছাড় বই ধর' এই শ্লোগানটিকে প্রিয় শ্লোগান হিসাবে কার্যকর করিতে হইবে।

'প্রাথমিক ও গণশিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রফেসর ওসমান গনি প্রাথমিক ও গণশিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা প্রতিকারের লক্ষ্যে ২৪টি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবসমূহ: একজন মন্ত্রীর দায়িত্বে প্রাথমিক ও গণশিক্ষাকে আলাদা মন্ত্রণালয়ে উন্নীতকরণ, সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষাকে সর্বদলীয় কর্মসূচী হিসাবে উপযুক্ত আইনের আওতাভুক্ত করা, প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষম ও স্বনির্ভর করিয়া তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ৫ বৎসর হইতে ৬ বৎসর করা, শিক্ষকদের রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করা ইত্যাদি।

সভাপতির ভাষণে প্রফেসর এম শামসুল হক বলেন, আমাদের অনগ্রসরতার কারণ অনেক। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস—এই সমস্যাকে গুরুত্ব দিতে হইবে। আমাদের ছাত্ররা জাতীয় ইতিহাস সৃষ্টিতে অনেক ভূমিকা রাখিয়াছে। ৫২, ৬২, ৬৯, ৭০-এ ছাত্র সমাজের ভূমিকায় আমরা গর্ববোধ করি। তবুও রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি আহ্বান, কমপক্ষে এক বছরের জন্য হইলেও ছাত্রদের রাজনীতি হইতে দূরে রাখুন। এক বছরের জন্য ছাত্র রাজনীতি বন্ধ ঘোষণা করুন।